সমকাল

22 OCT 2016
কলাম

সাহসী দুই বোন
এ কোন ক্লীব সমাজ?

মিরপুরে বিসিআইসি কলেজে পড়ুয়া দুই সাহসী যমজ বোন রাস্তায় উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করলে গত বুধবার বখাটেরা তাদের পিটিয়ে জখম করে। ব্যান্ডেজ-প্লাস্টার নিয়ে শয্যাশায়ী দুই বোন সমকাল প্রতিনিধিকে অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা শোনান, তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তিত না করে পারে না। ফারিয়া হাবিব মিম ও আসওয়াদ হাবিব জিম কলেজে প্রভাতি শাখায় ক্লাস শেষে বের হলে চিড়িয়াখানা রোডেই তিন বখাটে তাদের উত্ত্যক্ত করে। প্রতিবাদ করলে আক্রান্ত হয়। মেয়েদের ভাষ্য, রাস্তায় প্রত্যক্ষদর্শী কেউ হামলাকারীদের বিরত করতে এগিয়ে আসেনি। কয়েকজন মোবাইল ফোনে ছবি ও ভিডিও করেছে। মেয়েরা বাবাকে ফোনে জানানোর জন্য প্রায় ২০ জনের কাছে মোবাইল ফোন চেয়েও পায়নি। কেউ কেউ প্রতিবাদ জানানোর জন্য মেয়ে দু'জনকেই টিটকারি করেছে। সহপাঠীরা এসে তাদের উদ্ধার করে কলেজের ভেতরে নিয়ে গেলে তারা বাবাকে ঘটনা জানায়। পরে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ করে, পুলিশ আসে ইত্যাদি। ফারিয়া ও আসওয়াদ মিরপুর আইডিয়াল গার্লস স্কুলে পড়ার সময়ও বখাটেদের রুখে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, অন্যায় দেখলে তারা আবারও প্রতিবাদ করবে, ভয় পাবে না। আমরা দুই বোনের সাহসিকতাকে অভিনন্দিত করি। কিশোর-তরুণ বয়সের মেয়েরা যাতে বৈরী পরিস্থিতিতে অবলা হয়ে না থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে সে জন্য মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের কিছু খবরও আমরা দেখেছি। আত্মরক্ষার সামর্থ্য ও সাহস অর্জন ভালো কথা; কিন্তু নিরাপত্তা নারীর একার দায়িত্ব– এটা কি কোনো অর্থেই বাস্তব? গত ৩ অক্টোবর সিলেট এমসি কলেজে ক্যাম্পাসে খাদিজাকে যখন দুর্বৃত্ত বদরুল প্রকাশ্যে কোপায়, তখনও এগিয়ে না এসে মোবাইলে ছবি তোলার ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশার মৃত্যু ঘটেছে বখাটের ছুরিকাঘাতে। এই দেশে অনেক দুর্যোগের সময় মানুষ দুর্গতদের সাহায্যে ঝুঁকি নিয়েও এগিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী দেশে প্রকাশ্যে নারী নিগ্রহ রুখে দাঁড়াতে সমাজ কেন ক্লীবত্ব দেখায় তা এক দুর্জ্ঞেয় বিষয়। শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় এমপি ও শিক্ষা সচিব যে মিরপুরের দুই বোনের খবর নিয়েছেন ও সব রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন, তাতে আমরা আনন্দিত। সাম্প্রতিক সময়ের ও মিরপুরের ঘটনাগুলোর দুর্বৃত্তদের দ্রুত কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা ও বিসিআইসি কলেজের সামনের অবৈধ টং-দোকান-আখড়াগুলো ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখায় সিটি করপোরেশন নজর দিতে হবে। আর নাগরিক ও সমাজ সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে সমাজের নেতাদের।